সিএনজি ও বাস চালকদের দ্বন্দে মেহেরপুরে তিনদিন যাবৎ বাস চলাচল বন্ধ

মেহেরপুরে বাস ও কুষ্টিয়াতে সিএনজি চালকদের মধ্যেকার দ্বন্দে তিনদিন যাবৎ মেহেরপুর-কুষ্টিয়া এবং মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে।

একই সাথে জনগুরুত্বপুর্ণ দুটি’ রুটে বাস বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে অটোরিকসা, পাখিভ্যান ও সিএনজিতে করে কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করছেন যাত্রী সাধারণ।

তিনদিন যাবৎ বাস চলাচল বন্ধ থাকলেও জেলা প্রশসান থেকে নেয়া হয়নি কোন পদক্ষেপ।

বাস চালকরা বলছেন, চালকদের নিরাপত্তা ও মালিকদের কথামত বাস বন্ধ রাখা হয়েছে। মালিকদের দাবী নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে বাস বন্ধ রাখা হয়েছে। একটি সুষ্ঠ্য সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে জেলা প্রশাসন বলছেন, বিষয়টি কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলার মধ্যেকার সমস্যা। সমাধানের চেষ্টা চলছে।

জানা গেছে, গত বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়ার মিরপুরে সিএনজিচালকদের বাসের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলার সকল রুটে লোকাল বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় মোটরশ্রমিক ইউনিয়ন। ওই দিন সন্ধা থেকে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ায় শুরু হয় যাত্রী দুর্ভোগ। তবে দূরপাল্লার বাস চলাচল স্বাভাবিক থাকায় দূরের যাত্রীরা স্বস্তিতে রয়েছেন।

শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে গন্তব্যে যাওয়ার জন্য অনেক যাত্রী মেহেরপুর শহরে গিয়ে বিপাকে পড়েন। জরুরী প্রয়োজনে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গাসহ আশপাশের জেলায় যাওয়ার জন্য তারা ছোট ছোট যানবাহনে চড়ছেন। এতে ভোগান্তির পাশাপাশি দ্বিগুণ খরচ বেড়েছে বলে জানান কয়েকজন যাত্রী।

আমঝুপি গ্রামের আব্দুর রহমান বলেন, আমার মেয়ে খুবই অসুস্থ্য। তাকে মেহেরপুর হাসাপালে চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবার ভর্তি করা হয়।

শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। বাস না পেয়ে ৫০০ টাকায় সিএনজি ভাড়া করে কুষ্টিয়া জেতে হচ্ছে।

গাড়াডোব গ্রামের মনোয়ারা খাতুন বলেন, সকাল ৯টার সময় মেহেরপুর বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখি বাস চলছেনা। চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার জন্য অটো রিকসা ভাড়া করতে হয়েছে। যেখানে বাসে চড়লে ১০০ টাকা খরচ হতো সেখানে খরচ হয়েছে ৪০০ টাকা।

বাস চালক আমিরুল ইসলাম ও এরশাদ আলী বলেন, রাস্তায় আমাদের নিরাপত্তা নেই। কুষ্টিয়াতে সিএনজি চালকরা আমাদের এক ড্রাইভারকে মারধর করে এবং বাসের গ্লা ভেঙ্গে দেয়। এর সুষ্ঠ্য বিচার না হয়া পর্যন্ত কোন ড্রাইভার বাস চালাবেনা।

মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান জানান, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় সিএনজিচালকরা বাসচালকের মারধরের ঘটনায় বুধবার মেহেরপুর কুষ্টিয়া জেলার সব রুটে লোকাল বাস চলাচল বন্ধ ছিল। কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাস চলাচল শুরু হয়। তবে বৃহস্পতিবার বিকেলে মিরপুরে লোকাল বাসের চালকের ওপর হামলা ও বাসের গ্লাস ভাংচুর করে সিএনজিচালকরা। এর জের ধরে গতকাল সন্ধ্যা থেকে আবারও বাস চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আঞ্চলিক মহাসড়কগুলোতে সিএনজির (থ্রি হুইলার) দৌরাত্ম্য বাস চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। তাই সিএনজি চলাচল বন্ধ এবং হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে এ শ্রমিক ধর্মঘট ডাকা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান বলেন, মেহেরপুরের বাস চারকদের সাথে কুষ্টিায়া সিএনজি চারকদের মধ্যে একটি সমস্যা তৈরী হয়েছে। বিষয়টি খুব দ্রতই সমাধান হবে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে বাস

চলাচল বন্ধ

সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক ও বাস শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে।

আজ বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে বাস চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে এক বাসচালককে মারধর করে অটোরিকশাচালকরা ।

বাসচালকরা জানান, গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে আমাদের এক বাসচালককে মারধর করে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকরা সেই কারণে আজ বুধবার সকালে কয়েকটি যাত্রীবাহী বাস কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেলেও বিভিন্ন জায়গায় বাধা দেয় সিএনজিচালকরা। বিশেষ করে কুষ্টিয়ার মধ্যে খলিশাকুন্ডি পাড় হলে বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছেন সিএনজিচালকরা। নিরাপত্তা না থাকায় বাস চলাচল বন্ধ। রুট পারমিট ছাড়াই সিএনজিচালকরা সড়কে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। অথচ বাস চলাচল করতে পারছে না। সড়কে নিরাপত্তা পেলেই বাস চলাচল শুরু হবে।

এ দিকে ভোগান্তিতে পড়া সাধারণ মানুষরা বলে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে বাস চলাচল না করাতে আমরা জরুরি কাজ ও চিকিৎসার জন্য অনেকেই কুষ্টিয়া পৌঁছাতে পারছি না। এ ছাড়াও মেহেরপুর থেকে গাংনী, বামুন্দীতে অটো করে যেতে সময় লাগছে বেশি কারণ মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের চলমান কাজ শেষ না হওয়াতে।

কুষ্টিয়ায় পুলিশের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার তদন্তে পিবিআই

কুষ্টিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে নিহতর ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হত্যা মামলার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।

মঙ্গলবার (০৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন

পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার শহীদ মো. সরোয়ার এবং মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক মনিরুজ্জামানসহ সঙ্গীয় ফোর্স।

এসময় ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজসহ গুরুত্বপূর্ণ আলামত সংগ্রহ করেন বলে নিশ্চিত করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।

মামলা সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ৫ আগস্ট আটজন নিহতের ঘটনায় ১০ আগস্ট থেকে অদ্যাবধি কুষ্টিয়া মডেল থানা ও আদালতে ডজনাধিক হত্যা ও হত্যাচেষ্টা অভিযোগে মামলা হয়েছে।

এসব মামলায় আওয়ামী লীগ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ রাজনৈতিক নেতাদের নাম রয়েছে। এরমধ্যে সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর গ্রামের বাসিন্দা ফেরিওয়ালা বাবলু হত্যার অভিযোগে নিহতের ছেলে বাদি হয়ে ১৯ আগস্ট আদালতে করা মামলার এজাহারে কুষ্টিয়া পুলিশের সাত কর্মকতার নাম রয়েছে।

যদিও কুষ্টিয়া মডেল থানায় পৃথকভাবে নিহত ও আহতের ঘটনায় পরিবার এবং থানায় হামলা ভাঙচুর অস্ত্র লুটসহ অগ্নিসংযোগের ঘটনায় পুলিশের করা মামলা হয়েছে।

পুলিশের গুলিতে নিহত ফেরিওয়ালা বাবলু হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে আদালতে করা মামলার এজাহারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুবুল আলম হানিফসহ জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা ও সাত পুলিশ কর্মকর্তার নামসহ ১২৬ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাত আরও ৩০/৪০ জনের বিরুদ্ধে করা মামলাটি কুষ্টিয়া অতিরিক্ত চিফ জুডিশিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মাহমুদা সুলতানা আমলে নিয়ে এক মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ দেন।

এজাহার নামীয় সাত পুলিশ কর্মকর্তারা হলেন- কুষ্টিয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ, মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি), পুলিশ পরিদর্শক মাহফুজুল হক চৌধুরী, পুলিশ পরিদর্শক দীপেন্দ্রনাথ সিংহ, উপপুলিশ পরিদর্শক সাহেব আলী ও মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী উপপুলিশ পরিদর্শক আসাদুজ্জামান ও উজ্জল হোসেন।

মামলার বাদী সুজনের অভিযোগ, ঘটনাস্থলের সুনির্দিষ্ট বিবরণসহ হুকুমদাতা সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাহবুবুল আলম হানিফসহ রাজনৈতিক নেতারা, হত্যাকাণ্ডে জড়িত সাত পুলিশ কর্মকর্তাসহ ১২৬ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাত আরও ৪০/৫০ জনের বিরুদ্ধে হত্যার

অভিযোগ এনে মডেল থানায় এজাহার দিলে পুলিশ তা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে কুষ্টিয়া অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালতের বিচারক মাহমুদা সুলতানার আদালতে মামলাটি আমলে নেন।

এ বিষয়ে পিবিআই কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার শহীদ মো. সারোয়ার জানান, কুষ্টিয়া পিবিআইয়ের চৌকস ও দক্ষ পুলিশ পরিদর্শক মনিরুজ্জামান তদন্ত শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে বেশকিছু প্রাসঙ্গিক আলামত ও ঘটনাস্থলের প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আদালতের দেওয়া সময়ের মধ্যেই পিবিআই একটা প্রতিবেদন দাখিল করতে সক্ষম হবেন। তারপর আদালতের যা আদেশ হয় সে মোতাবেক আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

জামায়াত ইসলামী একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল, আমরা চাই সৎ নেতৃত্ব বসুক–ডা. শফিকুর

বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জামায়াত ইসলামী একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল। আমরা চাই সৎ নেতৃত্ব বসুক। দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব বসুক। যারা গদিকে নিজেদের বাপ-দাদার সম্পদ মনে করবে না। আর জনগণকে নিজেদের দাস বানানোর চিন্তা করবে না। বরং জনগণের চৌকিদার হিসেবে নিজেদের মনে করবে। জনগণ শান্তিতে ঘুমাবে আর উনারা রাত জেগে জনগণকে পাহারা দেবে

তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে স্বজন হারানোর শোকগুলো একত্র করে আমরা শক্তিতে রূপান্তর করব এবং অঙ্গীকার নেব যে আমরা শহীদদের মর্যাদা রাখব। তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না।

আজ রোববার সকালে কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের আয়োজনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ পরিবারের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াতের আমীর ডা. শফিকুর রহমান এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ইতিহাস কথা বলবেই। যেমন তেমন ইতিহাস লিখলে সেই ইতিহাস



টেকসই হয় না। তিনি বলেন, আসলে আমাদের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। ইতিহাসের পালা বদলে আমরা বন্ধুকে শত্রু বানাই, শত্রুকে বন্ধু বানাই। এরকম যে জাতি করে সেই জাতি কোনোদিন বিশ্বের দরবারে ও নিজের বিবেকের কাছে সম্মানিত হতে পারে না। অপসংস্কৃতির এই যন্ত্রণা থেকে এই জাতিকে বের হয়ে আসতে হবে। জাতির জন্য যার যেখানে যে অবদান এটা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে।

মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনার লোকেরাই আপনাকে মাস্টারমাইন্ড ও গডমাদার বানিয়েছে।

এ সময় তিনি বলেন, ‘এখন যারা ধরা পড়ছে তারা বলছে, এটা আমি করি নাই অমুকের হুকুমে করেছি। আর যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন সবসময় বলা হতো- গাছটা এদিকে দুলেছে, গাছের পাতা নড়ছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী (শেখ হাসিনা) দেখছেন। সব কিছুতেই উনার অনুমতি লাগবে, উনার নির্দেশনা লাগবে। তাহলে আপনার লোকেরাই তো আপনাকে মাস্টারমাইন্ড এবং গডমাদার বানিয়েছে, আমরা বানাইনি।’

জামায়াতের আমীর আরও বলেন, ‘বলেছিলেন, বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশকে সুন্দর বেহেশতী বাগান পয়দা করলে সাড়ে ১৫ বছরের মাথায় আপনাদের এভাবে দেশ ছেড়ে পালাতে হতো না।’ আমাদের কোন নেতৃবৃন্দ তো পালিয়ে যাননি৷ তারা নিজ নিজ কর্মসংস্থান এবং নিজ নিজ বাসস্থানে ছিলেন। এখন কেন শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেন বলেও যোগ করেন তিনি।

জামায়াতে ইসলামীর আমীর বলেন, আমরা আজকে শহীদ পরিবারের কাছে এসেছি সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নয় বরং আমরা এসেছি অনুপ্রেরণা নেওয়ার জন্য। তারা বড়ই সৌভাগ্যবান। শুধু শহীদদের হাশরের দিন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তুমি তোমার জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ আমার জন্য দান করেছো। আজকে আমি আমার জান্নাতের সব দুয়ার তোমার জন্য খুলে দিলাম। আমার আফসোস এবারের এই যুদ্ধে আমি শহীদের পরিবারের একজন হতে পারলাম না। এ সৌভাগ্য যাদেরকে আল্লাহ দান করেছেন তাদেরকে আমার ঈর্ষা হয়। আমি যদি তাদের একজন হতাম। আমরা আজকে ঘোষণা করতে এসেছি আমরা আপনার পরিবারের সদস্য হতে চাই।

কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে জেলা সেক্রেটারি সুজা উদ্দিনের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের কার্যনির্বাহী সদস্য ও পরিচালক মোবারক হোসাইন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন- কুষ্টিয়া-যশোর অঞ্চলের টিম সদস্য ড. আলমগীর বিশ্বাস, খন্দকার এ কে এম আলী মহসিন, আব্দুল মতিন, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা জেলা জামায়াতের আমির, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হুসাইন, মুফতি আমির হামজা, কুষ্টিয়া জেলা ও উপজেলা জামায়াতের নের্তৃবৃন্দ, ছাত্র শিবিরের নেতা-কর্মীরা ও বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

শহীদ পরিবারের সাথে মতবিনিময় শেষে ১৪ জন শহীদ পরিবারের হাতে দুই লাখ করে মোট ২৮ লাখ টাকা তুলে দেন জামায়াতের আমীর ডা. শফিকুর রহমান।

বন্যার্তদের পাশে মডার্ণ প্লাইউড, ট্রাকে করে পাঠিয়েছেন ত্রান

স্মরণকালের ভয়াবহতম বন্যায় কবলিত দেশ। ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, খাগড়াছড়িসহ আশপাশের

জেলাগুলো প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দি হয়ে আছে প্রায় অর্ধকোটি মানুষ। এই মানবিক বিপর্যয়ে বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন নানান শ্রেণিপেশার মানুষ।

বানভাসিদের জন্য এগিয়ে এসেছেন কুষ্টিয়ার মডার্ণ প্লাইউড এন্ড উড প্রসেসিং লি: এর চেয়ারম্যান আকরাম হোসেন বাবু। আকরাম হোসেন বাবু বরাবরের মতো এবারও বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে কুমিল্লা ও ফেনীতে দুইটি কাভার্ডভ্যান করে তার টিম ত্রাণ বিতরণ করেছে। নৌকায় করে দুর্গম এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করেছে।

ত্রাণের মধ্যে রয়েছে, চিড়া, গুড়, বিশুদ্ধ পানি, বিস্কুট, স্যালাইন, লাইটার, মোমবাতি, খেজুরসহ প্রয়োজনীয় পণ্য।

আকরাম হোসেন বাবুর এই ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয় করেন তার সহকারী সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

তরিকুল ইসলাম বলেন, আকরাম হোসেন বাবু সাহেব আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, পুরো ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার। আমরা তার নির্দেশ মতো দিনরাত পরিশ্রম করে প্যাকেটজাত পণ্য বন্যার্তদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।

বলার অপেক্ষা রাখে না, আকরাম হোসেন বাবু এ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়া এবং এপেক্স ক্লাব অব কুষ্টিয়া সব বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে নিজেকে মেলে ধরেছেন। ব্যক্তিগত ছাড়াও প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের মাধ্যমেও সহযোগিতা প্রদান করে চলেছেন। পাশাপাশি যেকোনো দুর্যোগে এবং সাধারণ মানুষের সমস্যায় সবসময়ই পাশে দাঁড়ান।

আকরাম হোসেন বাবু বলেন, যেকোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়কালীন সময়ে মডার্ণ প্লাইউড এন্ড উড প্রসেসিং কোম্পানি লি: পূর্বের ন্যায় এবারও দেশের জনগনের পাশে থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন এবং অন্যদেরও পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, মডার্ণ প্লাইউড এন্ড উড প্রসেসিং কোম্পানি লি: এ এক হাজারের অধিক কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছেন।

কুষ্টিয়ায় বাস-ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল এলাকায় বাস-ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষে ট্রাকটির চালক মো: আলামিন (৩৫) নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও চারজন।

আজ মঙ্গলবার (২০আগষ্ট) সকালের দিকে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কে বটতৈল বাইপাস ব্রীজের সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিহত মো: আলামিন ঝিনাইদহ জেলার গাড়াগন্জ এলাকার মৃত গফুর বিশ্বাসের ছেলে।

কুষ্টিয়ার চৌড়হাস হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আকুল চন্দ্র জানান, সকালে বটতৈল বাইপাস ব্রীজের সামনে মেহেরপুর থেকে ঢাকাগামী গোল্ডেন লাইন পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ট্রাকটির চালক আলামীন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ ঘটনায় চারজন গুরুতর আহত হন। এ অবস্থায় আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কুষ্টিয়ায় হানিফের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের

কুষ্টিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গুলিতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের এক কর্মচারী নিহত হওয়ার ঘটনায় আরেকটি হত্যা মামলা হয়েছে।

মামলায় আসামি হিসেবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ আসনের সদ্য সাবেক সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফসহ ৭৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

মাহবুব উল আলম হানিফের পাশাপাশি তাঁর চাচাতো ভাই সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা, জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি হাজী রবিউল ইসলাম, সহসভাপতি কুষ্টিয়া জজ কোর্টের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) এ্যাড. অনুপ নন্দী, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, কোষাধ্যক্ষ অজয় সুরেকা ও শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

এর আগে কুষ্টিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে আবদুল্লাহ নামের এক কিশোর নিহত হওয়ার ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার রাতে মাহবুব উল আলম হানিফকে প্রধান আসামি করে একটি মামলা হয়। ওই মামলায় ১৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করা হয়েছে আরও ১০ থেকে ২০ জনকে।
গত রবিবার রাতে হওয়া হত্যা মামলায় মোট ৭৫ জনকে এজাহারনামীয় আসামি করা হয়েছে। পাশাপাশি অজ্ঞাতনামা হিসেবে আসামি করা হয়েছে আরও ২০ থেকে ৩০ জনকে।

নিহত ইউসুফ শেখের (৬৬) মেয়ে মোছা. সীমা বাদী হয়ে গতকাল দিবাগত রাত ১২টা ১০ মিনিটে কুষ্টিয়া মডেল থানায় হত্যা মামলাটি করেন।

ইউসুফ শেখ কুষ্টিয়া শহরের চর থানাপাড়া এলাকার মৃত এদাত আলীর ছেলে। তিনি কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে চাকরি করতেন। ৫ আগস্ট বিকেলে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলাকালে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন তিনি।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে ৫ আগস্ট বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ইউসুফ শেখ কর্মস্থল থেকে বাসায় ফিরছিলেন। পথিমধ্যে কুষ্টিয়া শহরের ফায়ার সার্ভিস অফিসের সামনের নূর টেইলার্স গলির ভেতরে পৌঁছালে এজাহারনামীয় আসামিরা তাঁকে দেখে ধাওয়া করেন। এরপর হানিফ ও তাঁর চাচাতো ভাই আতাউর রহমানের নির্দেশে আসামিরা তাঁকে গুলি করেন। অন্য আসামিরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহফুজুল হক চৌধুরী মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে তিনি জানান,

মামলার আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে পিটিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় দাউদ কবিরাজ (৭১) নামে একজন বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।

আজ বুধবার (১৪ আগস্ট) সকালে মিরপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের নওদা শিমুলিয়া গ্রামে হত্যাকাণ্ডের এ ঘটনা ঘটে। নিহত বৃদ্ধ একই গ্রামের মৃত ভিকু কবিরাজের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকালে জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষ ওহিদুল কবিরাজের নেতৃত্বে ইলেন কবিরাজ, হাবিদুল কবিরাজসহ ১০/১২ জন দাউদ কবিরাজকে বেধড়ক মারপিট ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে। হামলায় দাউদ কবিরাজ গুরুতর আহত হলে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দাউদ কবিরাজকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরে নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে পুলিশ।

এ বিষয়ে মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ হত্যার ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ মামলা করেনি। মামলা করলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অপরদিকে মঙ্গলবার সকালের দিকে কুষ্টিয়া-ভেড়ামারা মহাসড়কে মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়া ইউনিয়নের রানাখড়িয়া বালুঘাটের সম্মুখে থেকে এক অজ্ঞাত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়দের দেওয়া খবরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অজ্ঞাত ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতর পরিচয় এখনও শনাক্ত করা যায়নি। তবে তার শরীরে বেশ কয়েক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

তালবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান মন্ডল জানান, কুষ্টিয়া-ভেড়ামারা মহাসড়কে রানাখড়িয়া বালুঘাটের সম্মুখে সম্ভবত সোমবার রাতে কে বা কারা এই যুবককে হত্যা করে মরদেহ ফেলে যায়। এখন পর্যন্ত ব্যক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি।

মিরপুর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিহত মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কুষ্টিয়ায় বাজার মনিটরিং করছে শিক্ষার্থীরা

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ঠেকাতে বাজার মনিটরিংয়ে বেরিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্বের পাশাপাশি চলছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান। আর এসবের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছে শিক্ষার্থীরা।

শনিবার (১০ আগস্ট) সকালে পৌরবাজারে মনিটরিংয়ে যান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। এসময় কাঁচামাল, মাছ, মাংস, পেঁয়াজ-রসুন, মসলাসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যাচাই করেন।

জেলা শহরের পৌর বাজারে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা কাঁচাবাজার, মাছ বাজার, মাংসের বাজারে মূল্যতালিকা দেখছেন। তালিকা অনুযায়ী ঠিক দামে বিক্রি হচ্ছে কিনা তাও দেখেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা বাজারের সব বিক্রেতাকে বলে আসেন তারা যেন কোনো পণ্যের দাম

অতিরিক্ত না নেন এবং যেন কাউকে চাঁদা না দেন। এ ছাড়া অযথা দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে না ফেলারও আহ্বান জানান তারা।

এ সময় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য পাইকারি বাজারের সিন্ডিকেটকে দায়ী করে বিক্রেতারা বলেন, ইজারা ফি কমানো, চাঁদাবাজি বন্ধসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

এ বিষয়ে শিক্ষার্থী কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী লামিয়া সুলতান পাবনী জানান, সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় ভোগান্তির জায়গা হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম। এইজন্যই আমরা কুষ্টিয়ার পৌরবাজারসহ বিভিন্ন বাজারে মনিটরিংয়ে যায়। আমরা আড়তে, পাইকারি-খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে দ্রব্যের দাম নিয়ে কথা বলি। উনারা আমাদের জানিয়েছেন উনারা এখন থেকে সীমিত মুনাফায় বিক্রি করবেন।

তেজগাঁও সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী তারিফ মোস্তাফিজ বলেন, মূল্য নির্ধারণ ও সিন্ডিকেট মোকাবিলায় আমরা সদা তৎপর। সেজন্য বাজারের ক্রেতাদের এই বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করি। আমরা তাদের বলেছি কেউ যদি ক্ষমতার প্রভাব দেখানোর চেষ্টা করে তাহলে যেন আমাদের জানায়। ব্যবসায়ী, ক্রেতা, বিক্রেতারা এই ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্বাগত মাহমুদ বলেন, আমরা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বৈঠক করে তাদের অতিরিক্ত মূল্যে জিনিসপত্র বিক্রি না করার আহ্বান জানিয়েছি। কোনো পণ্যের দাম অযথা বাড়ানো হয়, তবে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তারা।

এদিকে শিক্ষার্থীদের বাজার মনিটরিংয়ের ফলে কমতে শুরু করেছে পণ্যের দাম। তাদের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ ক্রেতারা।

ক্রেতা রাব্বু হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীরা যদি ঘন ঘন বাজার মনিটরিং করে তাহলে পণ্যের দাম আরও কমে আসবে। যারা বিভিন্ন অজুহাতে সিন্ডিকেট করছেন তারা বাজারে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারবে না।

কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে বন্দী কয়েদিদের পলায়ন

কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের গেট ভেঙে বেশ কয়েকজন বন্দি পালিয়েছেন। কতজন পালিয়ে গেছেন তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারেনি কারা কর্তৃপক্ষ। তবে ধারণা করা হচ্ছে আনুমানিক ২০-৩০ জন পালিয়েছেন।

এদিকে কারাগারের একটি সূত্র জানায়, কারাগারের ভেতরে থাকা কুষ্টিয়ার চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার প্রধান আসামি সাবেক ছাত্রলীগ নেতা এস কে সজীবের নেতৃত্বে এ ঘটনা ঘটে।

গতকাল বুধবার দুপুর ২টার দিকে এ ঘটনার সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ফাঁকা গুলি চালান কারারক্ষীরা। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেনাবাহিনী কারাগারের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এ ঘটনায় কমপক্ষে পাঁচজন কারারক্ষী আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, দুপুরে কারাগারের দর্শনার্থী কক্ষে স্বজনরা বন্দিদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ ভেতর থেকে বেশ কয়েকজন কয়েদি কারারক্ষীদের মারধর শুরু করে। এ সময় বাইরে থাকা করাবন্দিদের স্বজনরাও চেঁচামেচি শুরু করেন।

কুষ্টিয়ার জেল সুপার আ. বারেক বলেন, ভেতরে দুপুরের খাবার ও বন্দি গণনা শেষে অফিসে নামাজ পড়ছিলাম। নামাজ শেষ করে উঠতেই হঠাৎ কারাগারের ভেতর থেকে চিৎকার ও অভ্যন্তরীণ গেটে আঘাতের শব্দ শুনতে পাই। দৌড়ে গিয়ে দেখি অন্তত ৩০০ জন সংঘবদ্ধ হয়ে ভেতর থেকে একসঙ্গে গেটে ধাক্কা দিচ্ছে। এতে গেটের হেজবোল্ড ভেঙে যায়। এসময় কারাবন্দিরা পালানোর চেষ্টা করলে রক্ষীরা ফাঁকাগুলি চালান। তখন বন্দিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে আবারো ভেতরে ঢুকে যায়। তবে এই সুযোগে ২০-৩০ জন কারাবন্দি পালিয়ে গেছেন।

এই কর্মকর্তা জানান, বন্দিদের ঠেকাতে গিয়ে ৫ কারারক্ষী আহত হয়েছেন। এছাড়া কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। অস্ত্র ভাণ্ডার রক্ষিত আছে, বন্দিরা নিরাপদে আছে।

কারারক্ষীরা জানান, জেলখানার ভেতরের রান্নাঘর থেকে চলা কাঠ সংগ্রহ করে কারাগারের প্রধান ফটকের আগের ফটকটি ভেঙে বেরিয়ে আসেন দেড় শতাধিক বন্দি। এসময় কারারক্ষীরা বাধা দিতে গেলে তাদের ওপর হামলা চালান। এরপর বন্দিরা ফটকের কারারক্ষীকে মারধর করে তার কাছ থেকে চাবি ছিনিয়ে নিয়ে তালা খুলে একে একে বেরিয়ে যেতে শুরু করেন। এ সময় জেলখানার বাইরে থাকা কারারক্ষীরা ফাঁকা গুলি ছোড়ে তাদের আটকানোর চেষ্টা করে। তবে তার আগেই বেশ কয়েকজন বন্দি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

জেল সুপার আব্দুল বারেক জানান, ঠিক কতজন বন্দি পালিছেন তা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এছাড়া পালিয়ে যাওয়া বন্দিদের মধ্যে কোনো জঙ্গি বা বড় মাপের কোনো সন্ত্রাসী আছে কি না সেটাও বলতে পারেননি ওই কর্মকর্তা। তিনি বলেন, বন্দিদের তালিকা মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। তালিকা মেলানোর পর জানা যাবে কতজন বন্দি পালিয়েছেন। পাশাপাশি পালিয়ে যাওয়া বন্দিদের পরিচয় জানা যাবে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে ১২-১৩ জন বন্দি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন। বন্দিদের পালানো ঠেকাতে কারারক্ষীরা বেশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। খবর পেয়ে সেনা সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

কুষ্টিয়া ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা লে. কর্নেল মো. মাহবুবুল আলম শিকদার জানান, কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আমরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই।